নিরীক্ষা দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যসমূহ
Audit Responsibilities and Objectives

৭

ভূমিকা
Introduction

নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে। তেমনিভাবে মক্কেল বা নিরীক্ষাধীন কোম্পানি (অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করা হচ্ছে)-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে, যা নিরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে ভিন্ন। নিরীক্ষক তার দায়িত্ব পালন করেন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে। এ ইউনিটে ভুল ও জাল-জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধে নিরীক্ষক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কী, তা আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : নিরীক্ষায় নিরীক্ষক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ
পাঠ-৭.২ : জুয়াচুরি এবং ভুল
পাঠ-৭.৩ : জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়
পাঠ-৭.৪ : অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে নিরীক্ষক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ

মূখ্য শব্দ	নিরীক্ষায় ব্যবস্থাপনা এবং নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ, জুয়াচুরি এবং ভুল, টিমিং এন্ড লিডিং, জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়, আর্থিক প্রতিবেদনে ঝুঁকির উপাদানসমূহ, সম্পদ আত্মসাৎ ঝুঁকির কারণসমূহ, অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে নিরীক্ষক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ।

পাঠ-৭.১ নিরীক্ষায় নিরীক্ষক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ
Responsibilities of Auditor and Management in Audit

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষায় নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

নিরীক্ষায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ
Responsibilities of management in audit

নিরীক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে নিরীক্ষকের। তবে এক্ষেত্রে মক্কেল বা নিরীক্ষাধীন কোম্পানির ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু দায়িত্ব আছে, যা যথাযথভাবে পালন করলে নিরীক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে কোম্পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার মাধ্যমে নিরীক্ষা কাজে সহায়তা করতে পারে এবং নিরীক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। নিরীক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেনঃ

(১) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোম্পানি ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে, ভুল (error) এবং জালিয়াতি (fraud) প্রতিরোধ এবং উদ্‌ঘাটন করা।

(২) প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ।

(৩) প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে এবং কাজে সততা এবং নৈতিকতার প্রচলন নিশ্চিত করা।

(৪) প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য প্রচলিত সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যেন সবাই মেনে চলে, তা নিশ্চিত করা এবং তত্ত্বাবধান করা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আচরণবিধি তৈরি করা এবং তা মানা।

(৬) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী এবং কার্যকরী করার লক্ষ্যে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়াও কোম্পানি ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেঃ

(১) নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক সকল হিসাবের বই এবং তথ্য-উপাত্ত প্রদান করা।

(২) হিসাববিজ্ঞানের প্রতিবেদন কাঠামো (accounting reporting framework) অনুসারে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা।

(৩) জাল-জুয়াচুরির (fraud) কারণে আর্থিক বিবরণীতে বড় ধরণের অসত্য তথ্য থাকলে তা প্রকাশ করা।

(৪) ব্যবস্থাপনা, কর্মী (employees) এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক জাল-জুয়াচুরি সংঘটিত হয়ে থাকলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা প্রকাশ করা।

(৫) কোম্পানির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক সংস্থা (regulatory body) কর্তৃক জাল-জুয়াচুরির কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা প্রকাশ করা।

(৬) নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে যে কোন ধরনের সহায়তা করা।

অতএব, নিরীক্ষায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অপরিসীম। ব্যবস্থাপনা যদি তার দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করে, তাহলে নিরীক্ষকের পক্ষে নিরীক্ষা কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। ফলে নিরীক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

নিরীক্ষায় নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

Responsibilities of auditor in audit

নিরীক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মক্কেল বা নিরীক্ষাধীন কোম্পানি (অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করা হচ্ছে) এর আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করা। এ মৌলিক দায়িত্ব পালনকালে নিরীক্ষককে অনেক ধরনের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। অর্থাৎ নিরীক্ষক নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালনকালে সাক্ষ্যপ্রমাণ (evidence) সংগ্রহ পূর্বক মক্কেল কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও নিরীক্ষক নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে।

(১) নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি ও জাল জুয়াচুরি সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিত করা।

(২) নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মক্কেল কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

(৩) নিরীক্ষাধীন কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী তৈরী হয়েছে কিনা, তা অবগত হওয়া।

(৪) আর্থিক বিবরণীসমূহে বড় ধরনের অসত্য তথ্য (material misstatements) আছে কিনা, সে বিষয়ে মতামত প্রদান করা।

(৫) মক্কেল কোম্পানি যে নিয়ন্ত্রক সংস্থার (regulatory body) অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, সে সংস্থার বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের কাঠামো (framework) সম্পর্কে অবগত হওয়া।

(৬) নিরীক্ষায় সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রাখা।

(৭) মক্কেল কোম্পানি কিভাবে বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলছে, তা অবগত হওয়া।

অতএব, নিরীক্ষায় নিরীক্ষকের দায়িত্ব পেশাদারিত্বমূলক। নিরীক্ষককে সর্বদা পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়ে নিরীক্ষা কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে, যাতে করে তার দেয়া নিরীক্ষা মতামত সঠিক হয়।

সারসংক্ষেপঃ

নিরীক্ষায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী ও কার্যকর করা, নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক সকল হিসাবের বই এবং তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা, সঠিক হিসাববিজ্ঞানের কাঠামো অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা এবং অসত্য তথ্য ও জাল-জুয়াচুরির সংঘটিত হয়ে থাকলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা প্রকাশ করা।

নিরীক্ষায় নিরীক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, মক্কেল বা নিরীক্ষাধীন কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করা। এক্ষেত্রে নিরীক্ষক পর্যাপ্ত পরিমাণ যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ পূর্বক মক্কেল কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করবেন।

নিরীক্ষায় নিরীক্ষকের দায়িত্ব পেশাদারিত্বমূলক। নিরীক্ষককে সর্বদা পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়ে নিরীক্ষা কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে, যাতে করে তার দেয়া নিরীক্ষা মতামত সঠিক হয়।

পাঠ-৭.২ জুয়াচুরি এবং ভুল
Fraud and Error

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জুয়াচুরির ও ভুলের অর্থ জানতে পারবেন ।
- বিভিন্ন ধরণের জুয়াচুরি ও ভুল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হিসাবে কারচুপি করার উপায়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভুল এবং জুয়াচুরির মধ্যে পার্থক্যসমূহ জানতে পারবেন।
- ভুল ও জুয়াচুরির ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ জানতে পারবেন।

জুয়াচুরির অর্থ
Meaning of fraud

অন্যকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে যখন ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মিথ্যা বিষয় তৈরি, উপস্থাপন কিংবা বর্ণনা করা হয়, তাকে জুয়াচুরি বলে। জুয়াচুরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবৈধ সুযোগ সুবিধা আদায় কিংবা অর্জন করা। এক্ষেত্রে কখনো কখনো সত্যকে গোপন করা হয় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

B.N. Tandon জুয়াচুরিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

"Fraud means false representation or entry made intentionally or without beliefs in its truth with a view to defraud somebody" (কাউকে প্রতারণার উদ্দেশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয়ের মিথ্যা বর্ণনা করা বা কোন কিছুকে অসত্যভাবে উপস্থাপন করা বা সত্য নয় তা জানা সত্ত্বেও তথ্যকে ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে জুয়াচুরি)।

International Auditing Practice Committee (IAPC) এর মতে জুয়াচুরি হচ্ছে, "Intentional mispresentations of financial information by one or more individulas away management employees or third parties" (প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মচারী অথবা তৃতীয় পক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তি যখন ইচ্ছাকৃতভাবে আর্থিক তথ্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, তাকেই জুয়াচুরি বলে)।

একটি উদাহরণের সাহায্যে জুয়াচুরির বিষয়টিকে বোঝানো হলো। হিসাবরক্ষণের সাথে জড়িত কোন কর্মী একজন ভুয়া কর্মচারীর নামে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করছে। এটা একটি জুয়াচুরি। এক্ষেত্রে হিসাবরক্ষক তার ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে একজন ভুয়া কর্মচারীর নামে হিসাব খুলে প্রতারণা করছে। প্রতারণার ফলে প্রতিষ্ঠান মারাত্মক সমস্যায় পতিত হতে পারে। যেমনঃ বড় ধরনের প্রতারণার ফলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা বিরাট অঙ্কের আর্থিক সংকটে পতিত হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের জুয়াচুরি
Different types of fraud

হিসাববিজ্ঞানে দুই ধরনের জুয়াচুরি লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ

(১) নগদ টাকা অথবা পণ্য তছরুপ বা আত্মসাৎ (defalcation involving misappropriation of either cash or goods)।

(২) হিসাবের কারচুপি (fraudulent manipulation of accounts)।

উক্ত দুই ধরনের জুয়াচুরির অনেক প্রকারভেদ আছে, যা নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

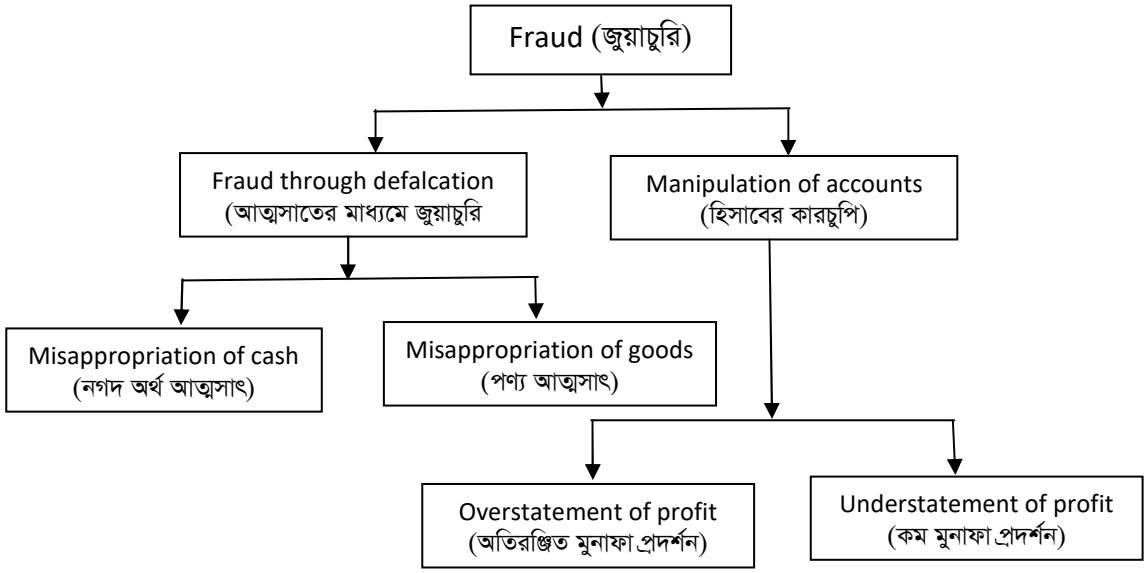

নিম্নে উপরোক্ত জুয়াচুরিসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

(১) আত্মসাতের মাধ্যমে জুয়াচুরি (fraud through defalcation)ঃ যে ব্যক্তি নগদ টাকা ও অন্যান্য সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত, তিনি যখন উক্ত সম্পদের সবটুকু কিংবা আংশিক চুরি (theft) অথবা অপব্যবহার করে, তাকে আত্মসাতের মাধ্যমে জুয়াচুরি বলে। আত্মসাতের মাধ্যমে জুয়াচুরি আবার দুটি ক্ষেত্রে হতে পারে। যথাঃ

(ক) নগদ অর্থ আত্মসাৎ (misappropriation of cash)ঃ যখন বিভিন্ন কৌশলে নগদ অর্থ নিজের পকেটস্থ করা হয়, তখন তাকে নগদ অর্থ আত্মসাৎ বলে। নিম্নে অর্থ আত্মসাতের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলোঃ

(i) নগদ অর্থ নগদান বইতে লিপিবদ্ধ না করা এবং নগদ অর্থ সংক্রান্ত রশিদ (receipt) নষ্ট করে ফেলা।

(ii) নগদ বিক্রয়কে বাকীতে বিক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা এবং নগদ অর্থ আত্মসাৎ করা।

(iii) ভূয়া খরচের বিপরীতে নগদ অর্থ পরিশোধ করা।

(iv) একই খরচ দুইবার পরিশোধ করা।

(v) ব্যক্তিগত খরচকে ব্যবসায়ীক খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা।

(vi) ক্রেতার কাছ থেকে নগদ বাট্টা (cash discount) গ্রহণ করে তা নিজের পকেটস্থ করা।

(খ) পণ্য আত্মসাৎ (misappropriation of goods)ঃ পণ্য আত্মসাৎ বলতে প্রতারণার মাধ্যমে পণ্যের তছরুপিকে বোঝায়। অর্থাৎ যিনি পণ্য সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন, তিনি যখন সে সকল পণ্য ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে অথবা নিজের অধিকারে নিয়ে আসে, তাকে তাকে পণ্য আত্মসাৎ বলে। পণ্য আত্মসাৎ নিম্নোক্তভাবে হতে পারে।

(i) প্রতিষ্ঠানের কর্মী কর্তৃক পণ্য চুরি করা অথবা কর্মী কর্তৃক চুরি করতে সহায়তা করা।

(ii) পণ্য ফেরতের বিপরীতে ক্রেতাকে ভূয়া ক্রেডিট নোট (credit note) প্রদান করা।

(২) হিসাবের কারচুপি (manipulation of accounts)ঃ হিসাবের কারচুপি বলতে হিসাবের বইসমূহ অথবা আর্থিক বিবরণীসমূহের বিভিন্ন সংখ্যাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কমানো বা বাড়ানোকে বুঝায়। **John Trussel** এর মতে হিসাবের কারচুপি হলো- "When the manager of an organisation intentionally misstate their financial information to favourably represent the entity's financial performance" (ব্যবস্থাপক

যখন তার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মদক্ষতা তাদের অনুকূলে দেখানোর জন্য আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন তথ্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল আকারে প্রকাশ করে, তাকে হিসাবের কারচুপি বলে)।

হিসাবের কারচুপির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ না করে নিজেদের প্রয়োজন বা চাহিদা মাফিক আর্থিক অবস্থার প্রকাশ ঘটানো, যাতে করে অন্য পক্ষের নিকট প্রকৃত আর্থিক অবস্থা লুকানো যায়। নিম্নোক্ত দুইভাবে হিসাবের কারচুপি করা যায়।

(ক) অতিরঞ্জিত মুনাফা প্রদর্শন (overstatement of profit)ঃ সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কারণে প্রতিষ্ঠান অতিরঞ্জিত মুনাফা প্রদর্শন করে থাকেঃ

(i) আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

(ii) শেয়ারহোল্ডারদের আস্থা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে।

(iii) শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

(iv) যেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণের কমিশন প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার ওপর নির্ভর করে, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কমিশন পাওয়ার লক্ষ্যে।

(v) উচ্চ হারে লভ্যাংশ (high rate of dividend) ঘোষণার লক্ষ্যে।

(vi) কোম্পানি ব্যবস্থাপনার দুর্বল কর্মদক্ষতা (weak performance) লুকানোর উদ্দেশ্যে।

(খ) কম মুনাফা প্রদর্শন (understatement of profit)ঃ সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কারণে একটি প্রতিষ্ঠান তার প্রকৃত মুনাফার তুলনায় আর্থিক বিবরণীতে কম মুনাফা প্রদর্শন করে থাকেঃ

(i) কর (tax) এর উচ্চ হার (high rate) পরিহারের লক্ষ্যে কিংবা কম পরিমাণ কর দেয়ার উদ্দেশ্যে।

(ii) কম মূল্যে শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে।

(iii) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানকে নিজ সম্পর্কে ভুল বার্তা প্রদানের লক্ষ্যে, ইত্যাদি।

টিমিং এন্ড ল্যাডিং এর মাধ্যমে নগদ অর্থ আত্মসাৎ

Misappropriation of cash through teeming and lading

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন উপায়ে নগদ অর্থ আত্মসাৎ হতে পারে। টিমিং এন্ড ল্যাডিং (teeming and lading) তার মধ্যে একটি অন্যতম পদ্ধতি। এটা একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সুকৌশলে নগদ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এ পদ্ধতিকে আবার ল্যাপিং (lapping) পদ্ধতিও বলে।

W.B. Meigs ল্যাপিং বা টিমিং এন্ড ল্যাডিং কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

"Lapping may be defined as concealment of shortage by delaying the recording of cash receipts" (নগদ অর্থ গ্রহণ গোপন করার উদ্দেশ্যে যখন নগদ অর্থ প্রাপ্তিকে দেরিতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে ল্যাপিং বা টিমিং এন্ড ল্যাডিং বলে)।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এ পদ্ধতিতে কিভাবে নগদ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়, তা উল্লেখ করা হলো। ধরুন, ABC কোম্পানি ১ জানুয়ারি তারিখে মিস্টার হাসানের কাছ থেকে নগদে পণ্য বিক্রয় বাবদ ১৫,০০০.০০ টাকা গ্রহণ করল। হিসাব রক্ষক এই টাকা মিস্টার হাসানের হিসাবে ওই তারিখে লিপিবদ্ধ না করে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করল। আবার ১০ জানুয়ারি তারিখে মিস্টার আলমের কাছ থেকে নগদে পণ্য বিক্রয় বাবদ ২০,০০০.০০ টাকা গ্রহন করল। হিসাব রক্ষক মিস্টার হাসানের নামে ১৫,০০০.০০ টাকা এবং মিস্টার আলমের নামে নগদ প্রাপ্তি হিসাবে ৫,০০০.০০ টাকা লিপিবদ্ধ করল। আবার, ১০ জানুয়ারি তারিখে মিস্টার রাজুর কাছ থেকে ২৫,০০০.০০ টাকা গ্রহন করে মিস্টার আলমের নামে নগদ প্রাপ্তি হিসাবে ১৫,০০০.০০ টাকা এবং মিস্টার রাজুর নামে ১০,০০০.০০ টাকা লিপিবদ্ধ করল। এভাবে একজনের

টাকা অন্যজনের নামে লিখিয়ে কিছুদিন নগদ অর্থ গোপন রাখার মাধ্যমে নগদ অর্থ আত্মসাত করাকে টিমিং এন্ড ল্যাডিং বলে।

টিমিং এন্ড ল্যাডিং এর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপঃ

(১) দেনাদারদের কাছ থেকে নগদ অর্থ প্রাপ্ত হলে।

(২) পাওনাদারকে নগদ অর্থ প্রদান করা হলে।

(৩) দৈনিক নগদ প্রাপ্ত টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ক্ষেত্রে।

(৪) ক্রস চেক (cross cheque/account payee cheque) জমা দেয়ার পরিবর্তে যদি খোলা চেক (bearer cheque) জমা দেয়া হয়।

টিমিং এন্ড ল্যাডিং পদ্ধতিতে অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি বেশ প্রচলিত হলেও তা উদ্‌ঘাটন করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে টিমিং এন্ড ল্যাডিং-এর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের পরিমাণ হ্রাস করা যায়।

(১) নগদ অর্থ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করা।

(২) নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কাজের বিভাজন (segregation of duties) চালু করা। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি কর্তৃক নগদ টাকা গ্রহণ, হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণ, ব্যাংকে উক্ত টাকা জমা দান ও ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী (bank reconciliation statement) তৈরি না করা।

(৩) বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে খোলা চেক ব্যাংকে জমা প্রদান করা।

(৪) সর্বদা ক্রস চেক ইস্যু করা ও জমা দেওয়া।

(৫) নিয়মিত ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বিবরণী (bank reconciliation statement) তৈরি করা, ইত্যাদি।

"জানালা সজ্জাকরণ" এর মাধ্যমে হিসাবে কারচুপির উপায়সমূহ

Ways of manipulation of accounts through "window dressing"

হিসাবে কারচুপির একটি অতি পরিচিত পদ্ধতি হল "জানালা সজ্জাকরণ" (window dressing)। এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীর তথ্য-উপাত্তসমূহকে কারচুপির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আর্থিক অবস্থাকে উত্তমভাবে প্রদর্শন করা হয়।

Steven Bragg "জানালা সজ্জাকরণ" কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছনঃ

"Window dressing is actions taken to improve the appearance of a company's financial statements" (কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাকে বাহ্যিকভাবে উত্তমরুপে প্রদর্শন করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে "জানালা সজ্জাকরণ" বলে)।

যে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা অনেক বেশী, সেক্ষেত্রে কোম্পানি তার আর্থিক অবস্থাকে বাহ্যিকভাবে উত্তমরূপে প্রদর্শন করার জন্য এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কোম্পানি সাধারণতঃ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ ব্যাংক) থেকে ঋণ নেয়ার জন্য জানালা সজ্জাকরণের আশ্রয় নেয়

সাধারণতঃ নিম্নোক্ত উপায়ে "জানালা সজ্জাকরণ" পদ্ধতিতে হিসাবে কারচুপি করে থাকেঃ

(১) সমাপনী মজুদ পণ্যের অতিরঞ্জিত মূল্যায়ন (over valuation) করা।

(২) সম্পদের অতিরঞ্জিত মূল্যায়ন করা।

(৩) দায় বা দেনার নিম্ন মূল্যায়ন (under valuation) করা।

(৪) চলতি বৎসরের মুনাফা জাতীয় কিংবা মূলধনজাতীয় খরচকে পরবর্তী আর্থিক বছরে স্থানান্তর করা।

(৫) মুনাফা জাতীয় খরচকে মূলধনজাতীয় খরচ হিসাবে দেখানো।

(৬) বিগত আর্থিক বছরের আয়কে চলতি আর্থিক বছরের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৭) ক্রয় কিংবা খরচকে গোপন করা।

(৮) আয়কে বৃদ্ধি করে দেখানো, ইত্যাদি।

ভুলের অর্থ

Meaning of error

হিসাববিজ্ঞান ও নিরীক্ষায় ভুল বলতে আর্থিক বিবরণী তৈরি কিংবা আর্থিক বিবরণীতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও প্রকাশ করাকে বুঝায়।

Gupta and Murthy ভুলকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেঃ

"The term "error" in audit context refers to unintentional mistakes in the preparation or presentation of financial information" (আর্থিক তথ্য প্রস্তুত এবং উপস্থাপনায় অনিচ্ছাকৃত ভুলকে নিরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল বলে)।

International Auditing Practice Committee (IAPC) এর মতে, "The term "error" refers to unintentional mistakes in the financial information. Such as,

(a) Mathematical and clerical mistakes in the underlying records and accounting data.

(b) Oversight or misinterpretation of facts or

(c) Misapplication of accounting policies" (আর্থিক বিবরণীতে সংঘটিত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে ভুল বলে। যেমনঃ

ক) হিসাবের তথ্যে এবং তথ্য লিপিবদ্ধকরণে গাণিতিক এবং করণিক ভুল।

খ) প্রকৃত ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দেয়া।

গ) হিসাববিজ্ঞান নীতির ভুল প্রয়োগ।

সুতরাং, হিসাবরক্ষক যখন অসাবধানতাবশতঃ নিজের অজান্তে এবং হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা সংক্রান্ত পরিপূর্ণ ও যথাযথ জ্ঞানের অভাবে হিসাবরক্ষণে যে ত্রুটি করে, তাকে ভুল বলে।

হিসাব বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের ভুল

Different types of errors in accounting

হিসাববিজ্ঞানের ভুলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

(১) বাদ পড়ার ভুল (errors of omission)ঃ যখন কোন একটি লেনদেন সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে হিসাবের বইতে ভুলক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয় না, তাকে বাদ পড়ার ভুল বলে। যেমনঃ ৫,০০০.০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হলো। এক্ষেত্রে পুরো লেনদেনটি হিসাবের বইতে ভুলক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অথবা পণ্য ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হয়, কিন্তু নগদান হিসাবকে ভুলক্রমে ক্রেডিট করা হয়নি।

(২) লেখার ভুল (errors of commission)ঃ যখন হিসাবরক্ষক কোন একটি লেনদেন হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে ভুল করেন, তাকে লেখার ভুল বলে। এই ভুল জাবেদা অথবা খতিয়ানে সংঘটিত হতে পারে। নিম্নে লেখার ভুলের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলঃ

(ক) ২৫,০০০.০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো। কিন্তু বিক্রয় বইতে ভুলক্রমে ২,৫০০.০০ টাকা লিপিবদ্ধ করা হলো।

(খ) AB কোম্পানির কাছ থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হল। কিন্তু ভুলক্রমে BA কোম্পানিকে ক্রেডিট করা হলো।

(৩) **নীতির ভুল (errors of principles)ঃ** হিসাববিজ্ঞানের সর্বজনীন নীতিমালা অনুসারে যখন লেনদেনসমূহকে লিপিবদ্ধ করা হয় না, তাকে নীতির ভুল বলে। এই ভুল অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত হবে। এই ভুলের কয়েকটা উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) মুনাফা জাতীয় খরচকে ভুলক্রমে মূলধন জাতীয় খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা।

(খ) গবেষণা খরচকে (research expenses) ভুলক্রমে উন্নয়ন খরচ (development costs) হিসাবে লিপিবদ্ধ করা।

(গ) বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ (যেমনঃ বিক্রয় কমিশন)-কে প্রশাসনিক খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা।

(৪) **পুষিয়ে নেয়ার বা পরিপূরক ভুল (errors of compensating)ঃ** যখন একটি ভুলের প্রভাব অন্য একটি ভুলের মাধ্যমে পুষিয়ে নেয়া হয়, তাকে পুষিয়ে নেয়ার বা পরিপূরক ভুল বলে। এই ভুলের ফলে রেওয়ামিলে (trial balance) কোন প্রকার প্রভাব পড়ে না বা রেওয়ামিলের দুই পাশের জের মিলে যায়। যেমনঃ মিস্টার হাসানের নিকট ৫,০০০.০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো। কিন্তু ভুলক্রমে হিসাবের বইতে ৫০০.০০ টাকা লেখা হলো। পরবর্তীতে আবারও মিস্টার হাসানের নিকট ৫০০.০০ টাকার মাল বিক্রয় করা হলো। কিন্তু ভুলক্রমে ৫,০০০.০০ টাকা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রথমবার ৪৫০০.০০ টাকা (৫০০০.০০-৫০০.০০) হিসাবের বইতে কম লেখা হলো। আবার দ্বিতীয়বার ৪,৫০০.০০ টাকা (৫,০০০.০০-৫০০.০০) হিসাবের বইতে বেশী লেখা হলো। ফলে হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট পাশের জের সমান হবে।

ভুল এবং জুয়াচুরির মধ্যে পার্থক্যসমূহ

Differences between errors and frauds

হিসাববিজ্ঞান ও নিরীক্ষায় ভুল বলতে আর্থিক বিবরণী তৈরি কিংবা আর্থিক বিবরণীতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও প্রকাশ করাকে বুঝায়। অপরদিকে, অন্যকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে যখন ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মিথ্যা বিষয় তৈরি, উপস্থাপন কিংবা বর্ণনা করা হয়, তাকে জুয়াচুরি বলে। সংজ্ঞাদ্বয় বিশ্লেষণ করলে ভুল এবং জুয়াচুরির মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ পাওয়া যায়।

পার্থক্যের বিষয়সমূহ	ভুল	জুয়াচুরি
১) কারণ	হিসাবে ভুলের কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা এবং এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।	জুয়াচুরি হিসাবে জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।
২) পরিকল্পনা	ভুল একটি অপরিকল্পিত কাজ।	জুয়াচুরি একটি পরিকল্পিত কাজ।
৩) অপরাধ	ভুলকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না।	জুয়াচুরি একটি অপরাধমূলক কাজ।
৪) প্রভাব	ভুলের কারণে প্রতিষ্ঠানের অনায্য লাভ-লোকসান হতে পারে অথবা লাভ-লোকসানে কোন প্রভাব নাও পড়তে পারে।	জুয়াচুরির কারণে লাভ-লোকসানে অবশ্যই প্রভাব পড়বে।
৫) উদ্‌ঘাটন	ভুল উদ্‌ঘাটন করা সহজ।	জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটন করা সহজ নয়।
৬) সংশ্লিষ্টতা	হিসাবরক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়।	প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষ দ্বারা জুয়াচুরি সংঘটিত হয়।

ভুল ও জুয়াচুরির ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

Auditor's responsibilities in case of errors and frauds

প্রথমতঃ ভুল ও জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধে নিরীক্ষকের প্রত্যক্ষ (direct) ভূমিকা বা দায়িত্ব নেই। হিসাবে কোন প্রকার ভুল ও জুয়াচুরি সংঘটিত হয়ে থাকলে তা উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার। তবে নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষক এমনভাবে তার নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করবেন, যাতে করে হিসাবে বড় ধরনের ভুল ও জুয়াচুরি (material errors and frauds) উদ্‌ঘাটিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকালে নিরীক্ষক কর্তৃক ভুল ও জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটিত হলে নিরীক্ষক নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেনঃ

(১) উদ্‌ঘাটিত সকল ভুল এবং জুয়াচুরি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে যথাসময়ে অবহিত করবেন। যদি দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা জুয়াচুরির সাথে জড়িত, সে ক্ষেত্রে নিরীক্ষক সরাসরি শেয়ারহোল্ডারদেরকে যথাসময়ে অবহিত করবেন।

(২) নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে সকল ভুল সংশোধনের জন্য এবং জুয়াচুরির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করবেন।

(৩) যদি কোন ভুল এবং জুয়াচুরি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সংশোধন করা না হয়, তবে সে ভুল এবং জুয়াচুরির প্রভাব আর্থিক বিবরণীতে কী পরিমাণ, নিরীক্ষক তা নির্ণয় করবেন।

(৪) নিরীক্ষক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি লিখিত পত্র, যা management representation নামে পরিচিত, সংগ্রহ করবেন। উক্ত পত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করবেন যে, তারা সকল প্রকার ভুল এবং জুয়াচুরির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

(৫) সর্বশেষ, নিরীক্ষকের নিকট যদি এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষক কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত ভুল এবং জুয়াচুরির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, তবে নিরীক্ষক সেক্ষেত্রে শর্তযুক্ত নিরীক্ষা মতামত (qualified audit report) প্রদান করবেন।

সারসংক্ষেপঃ

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মচারী অথবা তৃতীয় পক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তি যখন ইচ্ছাকৃতভাবে আর্থিক তথ্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, তাকেই জুয়াচুরি বলে।

হিসাববিজ্ঞানে দুই ধরনের জুয়াচুরি লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ (১) নগদ টাকা অথবা পণ্য তছরুপ বা আত্মসাৎ; এবং (২) হিসাবের কারচুপি (যেমনঃ অতিরঞ্জিত মুনাফা প্রদর্শন, কম মুনাফা প্রদর্শন)।

নগদ অর্থ গ্রহণ গোপন করার উদ্দেশ্যে যখন নগদ অর্থ প্রাপ্তিকে দেরিতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে ল্যাপিং বা টিমিং এন্ড ল্যাডিং বলে।

কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাকে বাহ্যিকভাবে উত্তমরুপে প্রদর্শন করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপকে "জানালা সজ্জাকরণ" বলে।

হিসাবরক্ষক যখন অসাবধানতাবশতঃ নিজের অজান্তে এবং হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা সংক্রান্ত পরিপূর্ণ ও যথাযথ জ্ঞানের অভাবে হিসাবরক্ষণে যে ত্রুটি করে, তাকে ভুল বলে। হিসাববিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের ভুল হয়ে থাকে। যেমনঃ বাদ পড়ার ভুল, লেখার ভুল, নীতির ভুল, পুষিয়ে নেয়ার বা পরিপূরক ভুল।

ভুল ও জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধে নিরীক্ষকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বা দায়িত্ব নেই। হিসাবে কোন প্রকার ভুল ও জুয়াচুরি সংঘটিত হয়ে থাকলে তা উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার। তবে নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষক এমনভাবে তার নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করবেন, যাতে করে হিসাবে বড় ধরনের ভুল ও জুয়াচুরি উদ্‌ঘাটিত হয়।

পাঠ-৭.৩ জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়
Fraud Risk Assessment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জুয়াচুরি ঝুঁকি নির্ণয় কী, তা বলতে পারবেন।
- জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়ে করণীয় জানতে পারবেন।
- আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির উপাদানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সম্পদ আত্মসাৎ ঝুঁকির উপাদান বা কারণসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

জুয়াচুরি ঝুঁকি নির্ণয়ের অর্থ
Meaning of fraud risk assessment

ঝুঁকি নির্ণয় হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা স্বউদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের জুয়াচুরির যে সম্ভাবনা থাকে, সেগুলো চিহ্নিত করে এবং সেগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করে।

Joyce. M. Mayeresky ঝুঁকি নির্ণয়কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

"A fraud risk assessment is a tool used by management to identify and understand risks to its business and weakness in controls that prevent a fraud risk to the organization" (জুয়াচুরি ঝুঁকি নির্ণয় হচ্ছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যার সাহয্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও ঝুঁকি এবং ইহা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমুহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের জুয়াচুরি ঝুঁকি প্রতিরোধ করে)।

প্রতিষ্ঠানকে জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয় কাজটি সর্বদাই করতে হয়। কারণ, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অথবা প্রতিষ্ঠান কাঠামোতে কিংবা ব্যবসায়ের ধরনে কোন পরিবর্তন আসলে জুয়াচুরি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করে থাকেঃ

(১) প্রতিষ্ঠানের সম্পদ তছরুপী হলে তা রোধ করা সম্ভব।

(২) আর্থিক ও অনার্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে কোন প্রকার জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় নিলে তা জানা সম্ভব।

(৩) আইন বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠান জড়িয়ে পড়লে তা জানা এবং রোধ করা সম্ভব।

(৪) প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন ঘটলে তা জানা ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়ে করণীয়
Conducting of fraud risk assessment

জুয়াচুরি ঝুঁকি নির্ণয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। প্রতিষ্ঠানকে সর্বদাই জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয় করতে হয়। কারণ, এর সাহায্যে প্রতিষ্ঠান তার বিভিন্ন দুর্বল দিকসমূহ উদ্‌ঘাটন পূর্বক সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তা প্রতিষ্ঠানকে জুয়াচুরি থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্যে করে। জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়ে চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। যথাঃ

(১) ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ (identify risks)ঃ জুয়াচুরি নির্ণয়ের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় এবং এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিত করা। এলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে এর বিদ্যমান কার্যাবলী ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

(২) **ঝুঁকিসমূহের পরিমাণ নির্ণয় করা (quantify risks)ঃ** দ্বিতীয় পদক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এবং সে সকল ঝুঁকির কারণে প্রতিষ্ঠানের কি পরিমান আর্থিক ও অনার্থিক ক্ষতি হতে পারে, তা নির্ণয় করতে হবে।

(৩) **ঝুঁকিসমূহ হ্রাস করা (mitigate risks)ঃ** ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং এর পরিমাণ নির্ণয়ের পর তা হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতিতে ঝুঁকি হ্রাস ও মোকাবেলা করা যায়ঃ

(ক) স্থানান্তরকরণ (transfer)ঃ সম্ভাব্য তৃতীয় পক্ষের নিকট ঝুঁকি স্থানান্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। যেমনঃ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি জীবন বীমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করে ঝুঁকি স্থানান্তর করা হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

(খ) এড়িয়ে যাওয়া (overlook)ঃ এক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ কার্যাবলী এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ঝুঁকিকে হ্রাস করা যায়।

(গ) মোকাবেলা করা (treat)ঃ এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং ঝুঁকির বাকি অংশ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

(ঘ) সহ্য করা (tolerate)ঃ এক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে এবং তা হ্রাস করার জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, তা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপ সংক্রান্ত খরচ নির্ণয় করতে হবে। যদি এটা প্রতীয়মান হয় যে, ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপের খরচ উপকারের চেয়ে বেশি হয়, তবে উক্ত ঝুঁকিকে মেনে নেয়ার বা সহ্য করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৪) **ঝুঁকিসমূহ তত্ত্বাবধায়ন এবং পর্যালোচনা করা (monitor and reviwe risks)ঃ** উপরোক্ত এক থেকে তিন নম্বর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করার পরে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয়ের কার্যাবলী সর্বদা তত্ত্বাবধায়ন ও পর্যালোচনা করতে হবে। অন্যথায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কোন কাজে আসবে না।

আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির উপাদানসমূহ

Risks factors for financial reporting

আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জুয়াচুরি (frauds) হতে পারে। এর পেছনে মূলতঃ চারটি কারণ বা উপাদান (factor) বিদ্যমান। আর্থিক প্রতিবেদনে জুয়াচুরির প্রধান চারটি উপাদান নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

(১) **প্রণোদনা (incentive)ঃ** প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার উপর যদি ব্যবস্থাপকের প্রণোদনা বা বোনাস (bonus) পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে, তবে সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে জুয়াচুরি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমনঃ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের বোনাস দেওয়ার নীতিমালাটি এমন হয় যে, যদি প্রতিষ্ঠান কাঙ্খিত মুনাফা (target profit) অর্জন করতে পারে, তবে প্রত্যেক ব্যবস্থাপক নীট মুনাফার উপর ১% হারে বোনাস পাবেন। এক্ষেত্রে প্রকৃত নীট মুনাফা অর্জনের হার যদি কাঙ্খিত হারে না হয়, তবে ব্যবস্থাপকগণ জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়ে আর্থিক বিবরণীসমুহ তৈরি করে কাঙ্খিত ফলাফল দেখাতে পারেন এবং তারা তাদের ১% বোনাস দাবি করতে পারেন।

(২) **চাপ (pressure)ঃ** ব্যবস্থাপকগণ যদি প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত লক্ষ্য (target goal) অর্জনে চাপের মধ্যে থাকেন এবং উক্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে তারা আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে জুয়াচুরির আশ্রয় নিতে পারেন। এর ফলে তারা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে বলে দাবি করতে পারেন। বিভিন্ন কারণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে আর্থিক প্রতিবেদনে জুয়াচুরির আশ্রয় নিতে পারেন। যেমনঃ তুমুল প্রতিযোগিতা, দ্রুতগতিতে টেকনোলজির (technology) পরিবর্তন, পণ্যের চাহিদা হ্রাস, ইত্যাদি। এ সকল কারণে প্রতিষ্ঠান কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে এবং ব্যবস্থাপকগণ তাদের ব্যর্থতা লুকানোর জন্য আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়ে প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে দেখাতে পারেন।

(৩) সুযোগ (opportunity)ঃ আর্থিক প্রতিবেদনে জুয়াচুরির অন্যতম কারণ হচ্ছে, জুয়াচুরির সুযোগ পাওয়া অথবা সুযোগ থাকা এবং জুয়াচুরি পরবর্তী যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল ও কার্যকরী না হলে এ সুযোগ তৈরি হয়।

(৪) জুয়াচুরির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন (rationalisation of commiting fraud)ঃ অনেক সময় ব্যবস্থাপকগণ আর্থিক প্রতিবেদনে জুয়াচুরির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। যেমনঃ তারা যুক্তি দেখাতে পারেন যে, কোম্পানির দুর্বল আর্থিক অবস্থা আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করলে বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ তুলে নিতে পারেন অথবা ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে জুয়াচুরির আশ্রয় নেয়ার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে।

সম্পদ আত্মসাৎ ঝুঁকির উপাদান বা কারণসমূহ

Risk factors for misappropriation of assets

প্রথমতঃ জানা যাক সম্পদ আত্মসাৎ বলতে কী বোঝায়। সম্পদ আত্মসাৎ বলতে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদকে নিজের কাজে ব্যবহার করা বা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ব্যবহারকে বোঝায়। সম্পদ আত্মসাৎ এক ধরনের চুরি। অর্থাৎ একে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ চুরি হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ, যে ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটা তিনি প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার না করে, নিজের কাজে ব্যবহার করছেন। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আত্মসাতের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করা হলঃ

(১) ভুয়া বিল দাখিল করে নগদ টাকা নিজের পকেটস্থ করা।
(২) প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করা।
(৩) প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান জিনিসপত্র নিজের কাজে ব্যবহার করা।
(৪) প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট সেবা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা।
(৫) প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার এবং প্রিন্টার নিজের কাজে ব্যবহার করা।

দ্বিতীয়তঃ সম্পদ আত্মসাতের কারণ বা উপাদানসমূহ কী, তা জানা যাক। সম্পদ আত্মসাতের মূল কারণ বা উপাদান (factor) চারটিঃ

(১) সুযোগ (opportunity)
(২) চাপ (pressure)
(৩) যুক্তি (rationalisation)
(৪) সক্ষমতা (capability)

(১) সুযোগ (opportunity)ঃ সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ থাকলে যে কোন পর্যায়ের কর্মী প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যে কোন সময় আত্মসাৎ করতে পারেন। নিম্নোক্ত সম্ভাব্য কারণে সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ তৈরী হতে পারেঃ

(ক) সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সুরক্ষার ব্যবস্থা (physical control) না থাকা।
(খ) সময়মত সম্পদ সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধ না করা।
(গ) একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা কিংবা দায়িত্ব বিভাজনের (segregation of duties) ব্যবস্থা না থাকা।
(ঘ) গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রক্ষার্থে সিসিটিভি ক্যামেরা (CCTV camera) স্থাপন না করা, ইত্যাদি।

(২) চাপ (pressure)ঃ এক্ষেত্রে কর্মী নিজে, পরিবারের সদস্য দ্বারা কিংবা সামাজিকভাবে অর্থের জন্য চাপ বোধ করতে পারেন। যেমনঃ একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির নগদ উদ্বৃত্ত (cash balance), গাড়ি এবং আলিশান বাড়ি নেই। অন্যদিকে তুলনামূলক কম শিক্ষিত ব্যক্তির এ সবই আছে। ফলে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নিজে অর্থের অভাব বোধ করতে পারে, তার পরিবারের সদস্যরা অর্থের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারে কিংবা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তার কাছে জানতে চাইতে পারে, কেন তার নগদ অর্থ, গাড়ি এবং বাড়ি নেই; যা তার মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এ

কারণে, একটা সময় সে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আত্মসাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। সম্ভাব্য মানসিক চাপগুলো নিম্নরুপ হতে পারেঃ

(ক) আমি আমার বেতনের টাকা দিয়ে সংসার চালাতে পারছি না।

(খ) আমার অনেক ঋণ আছে।

(গ) আমি অনেক বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে সময় পার করছি।

(ঘ) আমি আমার কাজের ব্যাপারে হতাশ।

(৩) যুক্তি (rationalisation)ঃ অনেক সময় সম্পদ আত্মসাতকারী সম্পদ আত্মসাতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন এবং যুক্তির উপর ভিত্তি করে সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকেন। নিম্নে সম্পদ আত্মসাতের কয়েকটি সম্ভাব্য যুক্তি পেশ করা হলঃ

(ক) আমি ভালো উদ্দেশ্যে সম্পদ আত্মসাৎ করছি।

(খ) আমি অন্যকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সম্পদ আত্মসাৎ করছি।

(গ) আমি অনেক বড় ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যায় নিমজ্জিত।

(ঘ) আমার কাজ শেষ হলে আমি ব্যবহৃত সম্পদ বা টাকা ফেরত দিব।

(ঙ) আমার এ আত্মসাতের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

(চ) আমাকে কেউ সহযোগিতা করেনি, তাই আমি বাধ্য হয়ে সম্পদ আত্মসাৎ করছি।

(৪) সক্ষমতা (capability)ঃ অনেক সময় সম্পদ আত্মসাতকারী ব্যক্তির সক্ষমতার কারণে তিনি সম্পদ আত্মসাতের সাথে জড়িয়ে পড়েন। অর্থাৎ তিনি যদি মনে করেন যে, সম্পদ আত্মসাৎ করে তিনি তা ধামাচাপা দিতে পারবেন অথবা অন্যদেরকে বাগে আনতে পারবেন এবং আত্মসাতের পুরো বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণরুপে সকলের অজান্তেই সম্পন্ন করতে পারবেন বা আত্মসাতের বিষয়টি পরোপুরি লুকাতে সক্ষম হবেন, সেক্ষেত্রে তিনি সম্পদ আত্মসাতের সাথে জড়িয়ে পড়েন।

সারসংক্ষেপঃ

ঝুঁকি নির্ণয় হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা স্বউদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের জুয়াচুরির যে সম্ভাবনা থাকে, সেগুলো চিহ্নিত করে এবং সেগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করে।

জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়ে চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। যথাঃ (১) ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা; (২) ঝুঁকিসমূহের পরিমাণ নির্ণয় করা; (৩) ঝুঁকিসমূহ হ্রাস করা; (৪) ঝুঁকিসমূহ তত্ত্বাবধায়ন এবং পর্যালোচনা করা।

আর্থিক প্রতিবেদনে জুয়াচুরির প্রধান চারটি উপাদান বা কারণ আছে। যথাঃ (১) প্রণোদনা পাওয়ার লোভ করা; (২) অর্থের অভাবে মানষিক চাপ বোধ করা; (৩) জুয়াচুরির সুযোগ থাকা; এবং (৪) জুয়াচুরির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা।

সম্পদ আত্মসাৎ বলতে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদকে নিজের কাজে ব্যবহার করা বা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ব্যবহারকে বোঝায়। সম্পদ আত্মসাতের মূল কারণ বা উপাদান চারটি। যথাঃ (১) সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ থাকা; (২) সম্পদের অভাবে মানসিক চাপ বোধ করা; (৩) সম্পদ আত্মসাতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা; এবং (৪) আত্মসাতের বিষয়টি পরোপুরি লুকাতে সক্ষম হওয়া।

পাঠ-৭.৪ অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে নিরীক্ষক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ
Management's and Auditor's Responsibilities for Discovering Illegal Acts

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ কী, তা জানতে পারবেন।
- অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ কী, তা জানতে পারবেন।

অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ
Auditor's responsibilities for discovering illegal acts

নিরীক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নিরীক্ষাধীন কোম্পানির (অর্থাৎ যে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করা হচ্ছে) আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করা। সে লক্ষ্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ (sufficient) যথাযথ (appropriate) নিরীক্ষা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করবেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহকালীন সময়ে তিনি যদি নিশ্চিত হন যে, মক্কেল বা নিরীক্ষাধীন কোম্পানি আইন বহির্ভূত কাজে জড়িত (যেমনঃ কর ফাঁকি দেয়া, কোম্পানি আইনের লঙ্ঘন করা, পরিবেশ আইনের লঙ্ঘন করা, ইত্যাদি), সে ক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

(১) **গুরুত্বতা নির্ধারণ (determination of materiality)ঃ** নিরীক্ষক প্রথমে অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজের গুরুত্বতা নির্ধারণ করবেন। এই গুরুত্বতা পরিমাণগত (quantitative materiality) কিংবা গুণগত (qualitative materiality) উভয়ই হতে পারে।

(২) **আর্থিক বিবরণীর উপর প্রভাব (estimation of the effect on financial statements)ঃ** এক্ষেত্রে নিরীক্ষক আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর আইন বহির্ভূত কাজের আর্থিক প্রভাব কতটুকু তা নির্ধারণ করবেন। যেমনঃ আইন বহির্ভূত কাজের জন্য কোম্পানিকে বিরাট অঙ্কের জরিমানা (fines) পরিশোধ করতে হতে পারে। এর ফলে কোম্পানির নীট মুনাফা, নগদ প্রবাহ ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির উপর কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, তা নির্ধারণ করবেন।

(৩) **অস্তিত্ব সংকট নিরূপণ (determination of survivability)ঃ** আইন বহির্ভূত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্ব সংকটে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা বা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা তিনি নিরূপণ করবেন।

(৪) **ব্যবস্থাপনাকে অবহিতকরণ (inform to the management)ঃ** কোম্পানির আইন বহির্ভূত কাজের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা নিরীক্ষকের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে নিরীক্ষক নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করবেনঃ

(ক) কী ধরনের আইন বহির্ভূত কাজ হয়েছে।
(খ) আইন বহির্ভূত কাজের প্রভাব আর্থিক বিবরণীসমূহে কী পরিমাণ।
(গ) সমাধানের উপায় কী।

(৫) **শর্তযুক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান (issue a qualified audit report)ঃ** বড় ধরনের আইন বহির্ভূত কাজের জন্য নিরীক্ষক শর্তযুক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করবেন। যদি মক্কেল কোম্পানি শর্তযুক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, সে ক্ষেত্রে নিরীক্ষক উক্ত কোম্পানীর নিরীক্ষা কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে (withraw) নিবেন।

অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ

Management's responsibilities for discovering illegal acts

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন, কোম্পানি আইন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধি-বিধান ও পরিবেশ আইন মেনে ব্যবসায় পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। সুতরাং, প্রতিষ্ঠান যদি অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কোন কাজে জড়িত থাকে, সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ দায়ী থাকবেন। নিম্নে অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করা হলঃ

(১) প্রতিষ্ঠান যাতে আইন অনুযায়ী সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলকে আইন অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা এবং তাঁরা আইন অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে কিনা, তা তত্ত্বাবধান করা।

(৩) প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধি বিধান বিষয়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদেরকে সম্যক ধারণা প্রদান করা।

(৪) আইন বহির্ভূত কোন কাজ সংঘটিত হলে তা যেন পরিচালনা পর্ষদের দৃষ্টিগোচর হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৫) কোন ক্ষেত্রে আইন বহির্ভূত বা অবৈধ কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে প্রতীয়মান হলে কিংবা সন্দেহ হলে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে তা উদ্‌ঘাটন করা।

(৬) যদি এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইন বহির্ভূত কাজের সাথে জড়িত, তবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) যদি এটা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে গৃহীত কৌশল বা পদক্ষেপ অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়, তবে সে ক্ষেত্রে নতুন কার্যকরী কৌশল নির্ধারণ করা।

(৮) প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রে এবং কাজে আইনের চর্চা নিশ্চিত করা।

(৯) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে সকলকে বাধ্য করা এবং নিশ্চিত হওয়া যে সকলে আইন অনুযায়ী তাদের কার্য পরিচালনা করছে।

সারসংক্ষেপঃ

সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহকালীন সময়ে নিরীক্ষক যদি নিশ্চিত হন যে, মক্কেল কোম্পানি আইন বহির্ভূত কাজে জড়িত (যেমনঃ কর ফাঁকি দেয়া, কোম্পানি আইনের লঙ্ঘন করা, পরিবেশ আইনের লঙ্ঘন করা, ইত্যাদি), সে ক্ষেত্রে তিনি কতিপয় দায়িত্ব পালন করবেন। যেমনঃ (১) আইন বহির্ভূত কাজের গুরুত্বতা নির্ধারণ করবেন; (২) আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর আইন বহির্ভূত কাজের আর্থিক প্রভাব নির্ধারণ করবেন; (৩) আইন বহির্ভূত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্ব সংকটে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা তিনি নিরূপণ করবেন; (৪) আইন বহির্ভূত কাজের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করবেন।

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করা। যেমনঃ সংশ্লিষ্ট দেশের আইন, কোম্পানি আইন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধি-বিধান ও পরিবেশ আইন মেনে ব্যবসায় পরিচালনা করা ব্যবস্থাপনার জন্য বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যাতে আইন অনুযায়ী সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে ব্যবস্থাপনার কতিপয় দায়িত্ব আছে। যেমনঃ অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; অবৈধ কাজ প্রতিরোধে কার্যকরী কৌশল নির্ধারণ করা; আইন কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে সকলকে বাধ্য করা; সকল ক্ষেত্রে এবং কাজে আইনের চর্চা নিশ্চিত করা, ইত্যাদি।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. নিরীক্ষায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করুন। (State the responsibilities of management in audit.)

২. নিরীক্ষায় নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করুন। (State the responsibilities of auditor in audit.)

৩. জুয়াচুরির সংজ্ঞা দিন। হিসাববিজ্ঞানে কী ধরনের জুয়াচুরি সংঘটিত হতে পারে বর্ণনা করুন। (Define fraud. State different types of fraud that may happen in accounting.)

৪. টিমিং এন্ড ল্যাডিং ধারনাটি ব্যাখ্যা করুন। টিমিং এন্ড ল্যাডিং এর মাধ্যমে কিভাবে নগদ অর্থ আত্মসাৎ করা হয় বর্ণনা করুন। (Explain the term "teeming and lading". Narrate how misappropriation of cash may happen through teeming and lading.)

৫. "জানালা সজ্জাকরণ" ধারনাটি ব্যাখ্যা করুন। "জানালা সজ্জাকরণ" এর মাধ্যমে কিভাবে হিসাবে কারচুপি করা হয় বর্ণনা করুন। (Explain the term "window dressing". State the ways of manipulation of accounts through window dressing.)

৬. ভুল এর সংজ্ঞা দিন। উদাহরণসহ হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের ভুলের বর্ণনা দিন। (Define error. What are the different types of errors happened in accounting? Narrate with examples.)

৭. ভুল এবং জুয়াচুরির মধ্যে পার্থক্যসমূহ কী কী ? (What are the differences between errors and frauds?)

৮. ভুল ও জুয়াচুরির ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করুন। (State the responsibilities of auditor in case of errors and frauds.)

৯. জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়ের অর্থ কী? জুয়াচুরির ঝুঁকি নির্ণয়ে প্রতিষ্ঠানের করণীয় বর্ণনা করুন। (What is the meaning of fraud risk assessment? State the actions to be taken for conducting of fraud risk assessment.)

১০. আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন। (State the risks factors for financial reporting.)

১১. অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করুন। (Narrate the responsibilities of auditor for discovering illegal acts.)

১২. অবৈধ বা আইন বহির্ভূত কাজ উদ্‌ঘাটনে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করুন। (Narrate the responsibilities of management for discovering illegal acts.)